ছোট গল্প

ঘটনা রটনা

আহমেদ সাবের

- ১ -

চায়ের কাপে টুং টাং শব্দ করে চিনি মেশাচ্ছে গনি মিয়া, ওরফে খাম্বা গনি। পাতলা, থামের মত লম্বা শরীর। তাই নাম হয়েছে খাম্বা গনি।

সেই ভোর রাত থেকেই দোকান খুলে বসেছে সে। গঞ্জে যাবার বড় রাস্তার পাশে দোকান। সাইনবোর্ডে লেখা, 'গনি টি ষ্টল'। নিচে মানুষের মত একটা কিছুর ছবি, বিরাট একটা চায়ের কাপের ছবির মধ্যে। তবে ওটা দেখে বুঝার উপায় নেই, ওটা গনি মিয়ার, কিংবা আতর আলী বেপারীর।

মোটামুটি ফজরের নামাজের পর থেকেই রাস্তায় লোক চলাচল শুরু হয়ে যায়। গঞ্জের কাপড়ের কলে কাজে, কিংবা রেল ষ্টেশনে যাবার পথে কেউ কেউ একটু বসে যায় গনি মিয়ার টি ষ্টলে।

আঘনের শেষ। হিম পড়তে শুরু করেছে। এক কোনে বেঞ্চিতে বসে ঝিমাচ্ছে তোরাব আলী ওরফে চোরা তোরাব। বদনাম আছে বটে লোকটার। চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছে বার কয়েক। জেলের ভাত খাওয়াও বাদ পড়েনি। তা ছাড়া মাতলামি আর গঞ্জের নষ্ট পাড়ায় যাবার দুর্নামও আছে।

গনি মিয়া চায়ে চিনি মেশাতে মেশাতে ভাবছে, ঘটনাটা তোরাবকে বলবে কি বলবেনা। শেষমেষ বলার সিদ্ধান্তই নিল।

'তোরাব ভাই,' চায়ের কাপটা তোরাবের হাতে দিতে দিতে ফিসফিস করে বলে গনি মিয়া। 'কারোরে কইবা না কিন্তু। বাড়ীত থেইকা দোকানে আইতাছি ফজরের পরে। দেহি, পাশের গেরামের শওকতও, ওইযে আজগর মাতবরের পোলা, কই যায় হুড়মুড় কইরা। একটু পর দোকানে বইসা দেহি, আমাগো ইদ্রিস মাষ্টারের মাইয়া চুমকি ছুইডা যায় ওই পথেই।' আঙুল তুলে গঞ্জের দিকে ইসারা করে গনি মিয়া। 'চুমকিরে জিগাইলাম, কই যাও? কথাডা হুইনাও হুনলনা।'

'কি কইলা?' ঝিমানী টংগে উঠলো তোরাবের। 'কারা গেল?' সপ্রশ্ন দৃষ্টি ওর।

'চুমকি আর শওকত।' গনি মিয়ার উত্তর।

'কোন শওকত?'

'পাশের গেরামের আজগর মাতবরের পোলা।'

'এক লগে গেছে?'

'ঠিক এক লগে না। ধর, মিনিট দশেক এদিক ওদিক অইতে পারে।' গনি মিয়া আমতা আমতা করে বলে।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে ভাবতে থাকে তোরাব আলী। শওকতকে চিনে সে। বাপের বহুত টাকা পয়সা। ফুর্তিবাজ ছোকরা। গেরামের ক্লাব ফ্লাব নিয়া হইচই করে। কিন্তু চুমকি মেয়েটাতো খারাপ না। কোন গুজবও শুনা যায়নি এ পর্যন্ত ওর সম্পর্কে। দুয়ে দুয়ে চার মেলাতে পারেনা সে।

'জমানা খারাপ, 'জমানা খারাপ।' আপন মনে গজ গজ করে তোরাব আলী।

'ঠিক দেখছ ত গনি ভাই?' ব্যাপারটা আবার যাচাই করে নিতে চায় তোরাব আলী।

'ঠিকই দেখছি।' চুলার কাছ থেকে উত্তর আসে গনি মিয়ার। 'আমার কতায় বিশ্বাস না অইলে ইমাম সাবেরে জিগাও। তাইনেও আমার লগে আছিল।'

'ছি ছি, এইডা কি কও গনি ভাই, তোমারে অবিশ্বাস করুম!' জিহ্বা কামড় দেয় তোরাব আলী।

'তুমি আবার কাউরে বইলোনা কতাডা। তোমার ত আবার পেডে কতা থাকেনা।' তোরাব আলীকে আবার বারন করে গনি মিয়া।

'না না, আমি কইতে যামু কোন দুঃখে।' আস্বস্ত করে তোরাব আলী।

তোরাব আলী চা শেষ করে পথে নামে চায়ের দাম মিটিয়ে। তারপর বাড়ীর পথ ধরে লম্বা লম্বা পা ফেলে।

- ২ -

এক ছুটে বাড়ী আসে তোরাব আলী। ভোর হয়ে গেছে। দেখে বউ জরিনা মোরগকে খাবার দিচ্ছে মাটিতে ছিটিয়ে।

'রমজানের মা, হুইনা যাও।' বউকে ডাকে সে। 'জব্বর খবর আছে'।

'রাখেন আপনের জব্বর খবর।' তোরাব আলীকে পাত্তা দেয়না জরিনা। 'আমার মেলা কাম। আপনে ত বাইরে বাইরে ঘুইরা ঘুইরাই খালাস। ঘর সংসার কে দেহে?'

'হাচা কইতাছি, জব্বর খবর। আমাগো চুমকি তো ভাগছে।'

'কি কইলেন?', মোরগের খাবার হাতে নিয়েই এগিয়ে আসে জরিনা। 'কোনতুন আবোল তাবোল কথা হুইনা আহেন? কিছু টাইনা টুইনা আইছেন নি?'

'এইটা কি কইলা রমজানের মা!', তোরাবের গলায় অভিমান। 'কোন জমানায় দোস্তগো চাপে পইড়য়া এট্টু টানছিলাম। তা লইয়া তুমি আমারে রোজ খোটা দেও।'

'না না, আর খোটা দিমুনা। কি কইতা লইছিলেন?' কৌতহলের কাছে হার মানে জরিনা।

'আমাগো চুমকি ভাগছে আজগর মাতবরের পোলা শওকতের লগে।'

'ধুর, এইডা কি কন! আমিত চুমকিরে কাইল বিকালেই দেখলাম।'

‘কাইলত দেখবাই। পলাইছেত আইজ ফজর ওয়াক্তে।’

‘কই হুনলেন? আমার বিশ্বাস অয়না। চুমকি বহুত ভালা মাইয়া। সংসারে হের বাপ ছাড়া আর কেডা আছে। বাপের লাইগা বহুত টান।’

‘আমার কতা বিশ্বাস অয়না?’ রেগে যায় তোরাব আলী। ‘যাও, নিজের চোখে দেইখা আহ। ইমাম সাবে নিজে দেখল। তাইনে মিছা কতা কয়?’

দোটানায় পড়ে যায় জরিনা। ‘তয় একটু দেইখা আহি। আপনে নাস্তা পানি খান, আমি এক দৌড়ে যামু আর আহুম।’ নিজের কৌতুহল চাপা রাখতে পারেনা জরিনা।

কয়েকটা বাড়ী পরই ইদ্রিস মাষ্টারের বাড়ী। জরিনা ছুটে বেরিয়ে যায়। তোরাব আলীকে বেশীক্ষন অপেক্ষা করতে হয়না। মিনিট পনেরোর মধ্যেই ফিরে আসে জরিনা।

‘আপনে ঠিকই হুনছেন ’, হাফাতে হাফাতে বলে জরিনা। ‘মাষ্টার শোয়া বৈঠক ঘরে। মাইয়ার শোকে বেডায় হাটফেল করছে। ডাক্তার আইছিল, অষুধ দিয়া গেছে। শুইয়া শুইয়া মাষ্টার কান্দে, আর কয়, আমার মাইয়াডার কি অইবো? আমার মাইয়াডার কি অইবো? ইদ্রিস মাষ্টারের বড় ভাবী পাশে বইসা কয়, চিন্তা কইরা কি অইবো? আল্লারে ডাহেন। আমিও আর কিছু জিগাইলাম না। দরকার কি কাডা ঘায়ে লবন ছিডা দিয়া? এদিক ওদিক দেখলাম ভালা কইরা, চুমকির চিহ্নডাও দেখলামনা। ’

‘কইলাম চুমকি পলাইছে, তবু তর বিশ্বাস অয়না?’ আবার রেগে যায় তোরাব আলী।

‘তবু ... এইডা কি কইরা হয় ... ’ আমতা আমতা করে জরিনা।

- ৩ -

সকাল প্রায় দশটা। তোরাব আলী এখন গঞ্জের ঘাটে। ঘাট টা তেমন বড় না - গোটা দশেক দোকান। ভট ভট করে একটা নৌকা এসে থামল ঘাটে। ছোট নৌকা থেকে নামলো গোটা কয়েক লোক। এমন সময় ঝমঝম করে বৃষ্টি নামল এক পশলা। লোক গুলো দৌড়ে এসে আশ্রয় নিল একটা ছাপড়ার নীচে।

‘কি মাছ পাইছ আম্বর ভাই?’ লোক গুলোর মধ্যে আম্বর মৃধাকে দেখে এগিয়ে আসে তোরাব আলী। আম্বর মৃধা পেশায় জেলে। আজগর মাতবরের প্রতিবেশী সে। সারা রাত খাল বিলে মাছ ধরে সকালে এসে বসে গঞ্জের হাটে। আম্বরের এমনিতেই দেরী হয়ে গেছে। আর দেরী হলে মাছ কেনার খরিদ্দার পাওয়াই কঠিন হবে । তোরাব আলীকে এড়াতে চায় সে।

‘তেমন কিছুনা’, বলে বৃষ্টির মধ্যেই হাটের উদ্দেশ্যে পা রাখে আম্বর মৃধা।

‘তোমাগো শওকতের কথা কিছু হুনছ?’ প্রশ্ন ছুড়ে দেয় তোরাব আলী।

‘এইসব বড়লোকের কথা হুইনা আমাগো কি অইবো?’, হাটতে হাটতে উত্তর দেয় আম্বর মৃধা।

‘হে ত আমাগো ইদ্রিস মাষ্টারের মাইয়া চুমকিরে লইয়া ভাগছে।’

‘কি কইলা?’ বলে ফেরৎ আসে আম্বর মৃধা। ’কেডা দেখছে?’

‘কেডা দেখবো? বেক্কে দেখছে। ইমাম সাবে নিজে দেখছে।’

‘হ, গত মাসে কলেজের ফাংশানে এম, পি সাব আইলো না। সেই খানে শওকতের লগে চুমকিরে গুজগাজ ফুসফাস করতে আমি নিজেই দেখছি।’ বলে উঠে ছোকরা মত এক জন।

‘শওকত চুমকিরে লইয়া ভাগছে।’ কথাটা আবার বলে তোরাব আলী । ’আমার বউ নিজে ইদ্রিস মাষ্টারের বাড়ীত গিয়া খবর লইয়া আইলো। শোকে চুমকির বাপে কানতে কানতে হাটফেল কইরা প্রায় মরে মরে অবস্থা।’

‘আহারে, বাপে কত আদর করতো মাইয়াডারে। হেই মাইয়া শেষে বাপেরে এমন দুখটা দিল। আজগর মাতবরের যেমন জিদ। এই মাইয়ারে কোনদিন ঘরে নিব না।’ ভিড়ের মধ্য থেকে বলে উঠে একজন।

চুক চুক করে সমবেদনা জানায় সবাই।

- ৪ -

আজগর মাতবর হুলুস্থুল রকমের বড়লোক। গঞ্জের কাপড়ের কলের মালিক। গ্রামে কলেজ দিয়েছেন মায়ের নামে। মসজিদ করেছেন একটা। আশেপাশের গ্রাম থেকে লোক আসে মসজিদে জুম্মার নামাজে।

অনেক দিন থেকেই তিনি চেষ্টা করছেন শওকতকে ব্যাবসায় ঢুকাতে, কিন্তু সে ব্যাস্ত তার ক্লাব নিয়ে। তার মাথায় কে ঢুকিয়েছে, গ্রামের ছেলে মেয়েদের উন্নতির এক মাত্র পথ খেলাধুলা। মা কে ফুসলিয়ে যখন ইচ্ছা তখন টাকা পয়সা নিয়ে ঢালছে ক্লাবের জন্য। আজগর মাতবর মনে মনে ভীষন রেগে যান, কিন্তু কিছু বলতে পারেন না স্ত্রীর ভয়ে। মা আদর দিয়ে এক মাত্র ছেলের মাথাটা খেয়ে বসে আছেন।

সকাল থেকেই আজগর মাতবরের মেজাজ টং হয়ে আছে। পাশের গ্রামে একটা ভাল জমির সন্ধান পাওয়া গেছে। ইচ্ছা ছিল শওকতকে পাঠাবেন খবর করতে, কথায় বনলে বায়না দিয়ে জমিটা আটকাতে। সকালে উঠে শওকতের খবর করতে গিয়ে শুনেন, শওকত বাড়ীতে নেই। অগত্যা জমি দেখতে নিজে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়ে, আলমারী খুলে দেখেন, টাকাও নাই।

‘আরজুর মা, আরজুর মা’, চিৎকার করে স্ত্রী দুলারী বেগমকে ডাকেন তিনি।

দুলারী বেগম সাদাসিদা মানুষ। স্বামীর ডাকে কাজ ফেলে ছুটে আসেন। ‘কি অইছে, ডাকেন ক্যান’?

‘অইছে আমার মুন্ডু। পরশু আলমারীতে বিশ হাজার টাকা রাখলাম, এখন দেহি দশ হাজার নাই। টাকাটা নিল কেডা?’

‘শওকত চাইল, তাই দিলাম।’, আমতা আমতা করে বলেন দুলারী বেগম।

‘শওকত চাইল, তাই দিলাম।’ স্ত্রীকে ভেংচি কাটেন আজগর মাতবর। ’চাইলেই দিয়া দিবা? টাকা কি গাছের গোটা? ব্যাটা অপদার্থ, কাজ নাই. কাম নাই, বি,এ পাশ কইরা ঘরে বইসা আছে। সারাদিন আছে ক্লাব লইয়া।’ ছেলের উপর ক্ষোভ ঝাড়তে থাকেন তিনি।

‘কই গেছে নবাবজাদা?’ প্রশ্নটা দুলারী বেগমকে, ছেলে সম্পর্কে।

‘হে ত কিছু কইয়া যায় নাই।’ দুলারী বেগমের সাদা মাটা উত্তর।

- ৫ -

আজ জুম্মাবার। মসজিদটা বাড়ী থেকে প্রায় আধ মাইল খানেক দুরে, বড় রাস্তার পাশে। ইচ্ছা করেই বড় রাস্তার পাশে করেছেন, যাতে লোকের আসতে সুবিধা হয়। অবশ্য একটা গোপন ইচ্ছাও আছে, ভবিষ্যতে ওখানে একটা হাট বসাবার।

নামাজের শেষে ম্যানেজার আকবরকে একপাশে ডেকে আনেন আজগর মাতবর। ‘আকবর, শওকত কই গেছে, জান কিছ?’

প্রশ্নটা শুনে মুখ শুকিয়ে যায় আকবরের। চুপ করে থাকে সে।

‘কি, জবাব দাওনা কেন, কি অইছে?’, আবার প্রশ্ন করেন আজগর মাতবর।

‘আপনি হুনেননাই কিছ?’

‘কি হুনুম?’

আজগর মাতবরের হাত ধরে এক পাশে টেনে নিয়ে আসে আকবর। তারপর প্রায় ফিসফিস করে বলে, ‘ভাইজান ত চুমকিরে বিয়া কইরা ঢাকা চইলা গেছে। কবির ফজরের ট্রেনে আসছে কুমিল্লা থেইকা। ভাইজানের সাথে দেখা ইষ্টিশানে । কইল ঢাকা যাইতাছে। কবির গনির কাছে হুনলো, চুমকিও নাকি লগেগেছে।’ এক নিঃশ্বাসে পুরো ঘটনাই বলে ফেলে আকবর।

‘চুমকি কেডা?’ রাগে জ্বলে উঠেন আজগর মাতবর।

‘চুমকি .... ইদ্রিস মাষ্টারের মাইয়া। গনি নামে চুমকির এক চাচাতো ভাই আছে, আপনের কলে ক্যাশিয়ারের কাম করে। মনে হয়, হের কাছেই কবির হুনছে ঘটনাডা।’

ইদ্রিস মাষ্টারকে চেনেন আজগর মাতবর, গ্রামের প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। স্ত্রী মারা গেছেন বছর কয়েক আগে। গত বছর রিটায়ার করেছেন। জমি জমা তেমন নাই। কোন মতে সংসার চলে। তার মেয়ে শেষমেশ শওকতকে কব্জা করলো, মনে মনে ভাবেন আজগর মাতবর, আর রাগে ফুসতে থাকেন।

‘ইদ্রিস মাষ্টারের এমুন সাহস, শেষে মাইয়া লেলাইয়া দিল শওকতের পিছনে। শয়তানডারে একটা টাইট দেয়া দরকার।’ চিৎকার করে বলেন আজগর মাতবর। ‘আয় আমার লগে।’, বলে আকবরকে ডেকে বড় রাস্তার দিকে এগিয়ে যান তিনি লম্বা পা ফেলে। পেছন পেছন ছুটে আসে আকবর।

রাস্তার উপর দুটো রিক্সা অপেক্ষা করছিল। তার একটাতে উঠে, ‘ইদ্রিস মাষ্টারের বাড়ীত যাও।’, বলে হুকুম দেন তিনি। আকবরও ছুটে এসে রিক্সায় উঠে। রিক্সা ছেড়ে দেয়।

আবদুল গনি জুম্মার নামাজ সেরে ঘরে ফিরছিল। বাড়ীর কাছাকাছি আসবার পর পেছনে রিক্সার টুংটাং শব্দ শুনে তাকাতেই দেখে, আজগর মাতবর নামছেন রিক্সা থেকে, আকবরকে সাথে নিয়ে। কিছুটা আচ করতে পারে সে। রটনাটা মসজিদেই শুনে এসেছে সে। তবু 'আস-সালাম আলাইকুম', বলে এগিয়ে আসে আবদুল গনি। কাছে এসে মাতবর সাহেবের চেহারা দেখে রীতিমত ঘাবড়ে যায় সে। শত হলেও রুজি রোজগারের মালিক নিয়ে কথা।

'কি অইছে স্যার?' বলে একপাশে দাড়িয়ে হাত কচলাতে থাকে আবদুল গনি।

'অইতে আর বাদ থাকলো কি!' গর্জে উঠে আকবর। তোমার চোখের উপর সব ঘটলো, তুমি স্যাররে কিচ্ছু জানাইলানা। এত বড় নিমকহারাম তুমি।' থামে আকবর।

'কি অইছে আকবর ভাই, আমি কিছুই বুঝতাছিনা?' না বুঝার ভান করে আবদুল গনি।

'স্যারের খাইয়া স্যারের মুখে লাথি মারলা, নিজের বইনডারে শওকত ভাইর পিছে লাগাইয়া দিলা। তলে তলে এত কিছু ঘইটা গেল। আর তুমি এমন ভাবখান দেখাইতাছ, যেন কিছুই যান না।' রেগে মাটিতে থু ফেলে আকবর।

'আপনারা ভুল হুনছেন।'

'কি ভুল হুনছি?' এবার এগিয়ে আসেন আজগর মাতবর। 'শওকত তোমার বইনরে নিয়া ...'

'না স্যার, কোথাও যায়নাই। সব বদ মানুষের রটনা। আসল ঘটনা অইলো ...।' থামে আবদুল গনি।

'থামলা কেন, কও।' বলে আকবর।

'আসল ঘটনা অইলো, চুমকির বাপের বুকে ভীষন ব্যাথা উঠলো ফজর ওয়াক্তে , আর চুমকি গেল ছুইডা ডাক্তার সাবরে আনতে। এদিকে ছোট সাব গেলেন ইষ্টিশানের পথে। চুমকি আর ছোট সাবরে দেখা গেল একই সময় রাস্তায়। ব্যাস, দুইয়ে দুইয়ে চাইর অইয়া গেল। ....' একটানে কথাগুলো বলে থামে আবদুল গনি।

হাটতে হাটতে বাড়ীর উঠানে চলে এসেছে ওরা।

আজগর মাতবরের বুকের উপর থেকে একটা বিরাট বোঝা নেমে যায় হঠাৎ করে। শত হলেও সাত গেরামের মানুষ তাঁকে মানে গনে। শওকতটা যদি এমন একটা অঘটন ঘটিয়ে বসতো, মুখ দেখানোর জো থাকতোনা তাঁর।

'আকবর, আর শওকতটার একটু ভাল কইরা খবর কইরা দেখ।' আকবরের দিকে তাকিয়ে আদেশ দেন তিনি।

'ছোট সাব বোধ হয় ঢাকাই গেছে।', উত্তর দেয় আবদুল গনি। 'কাইল বিকালে তাইনে অফিসে আইছিল। দশ হাজার টাকা চাইল আমার কাছে। কইলো ঢাকা যাইবো ক্রিকেটের হাবিজাবি কিনতে। ক্লাবে ক্রিকেট চালু করবো। আমি কইলাম, আপনার হুকুম ছাড়া এত টাকা দিবার পারুমনা। হুইনা রাগ কইরা চইলা গেল।' থামে আবদুল গনি।

‘যাই, কিছু মনে কইরোনা, তোমারে শুধাশুধি বকাবকি করলাম।’ ফিরে দাড়ান আজগর মাতবর।

‘একটু বইসা যান স্যার।’ অনুরোধ করে আবদুল গনি।

কি ভেবে রাজী হয়ে যান আজগর মাতবর। তার উপর, রোগীর বাড়ীর কাছে এসে রোগী না দেখে যাওয়া অভদ্রতাও বটে।

‘চল, মাষ্টার সাবরে একটু দেইখা যাই।’ বলে ফিরে দাড়ান তিনি।

- ৭ -

সকালে ডাক্তার সাহেব যাবার পর থেকেই চুমকি কাঁদছিল শোবার ঘরের দরজা বন্ধ করে। এক অসীম শূন্যতা পেয়ে বসেছিল ওকে। মা মারা যাবার পর থেকেই বাবার খুব কাছে চলে এসেছিল ও। রান্না বাড়ি, বাপের দেখাশোনা, সবই নিজের হাতে করতো। আর বাবারও মেয়ে অন্ত প্রান। ডাক্তার সাহেব যদিও বলেছিল, ভয়ের কিছু নেই, তবুও নির্ভয় হতে পারছিলনা চুমকি। বাবা মারা গেলে কোথায় দাড়াবে সে?

বাবার বুকের কাছে একটু আগে কুন্ডলী পাকিয়ে শুয়েছিল চুমকি। বৃদ্ধ ইদ্রিস মাষ্টার মেয়ের মাথায় হাত বুলাচ্ছিলেন দুর্বল হাতে। চুমকির বোধহয় একটু তন্দ্রাও আসতে পারে।

আজগর মাতবরের দলটি নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে রোগীর প্রতি শৌজন্যতা দেখিয়ে। শুয়ে শুয়ে দলটিকে দেখে বড় ঘাবড়ে যান ইদ্রিস মাষ্টার।

‘গনি, মাতবর সাবের লাইগা একটা চেয়ার লইয়া আহ।’ ভাইপো আবদুল গনির দিকে তাকিয়ে বলেন তিনি ক্ষীন স্বরে।

‘না, না, আপনি অস্থির হবেন না মাষ্টার সাব। হুনলাম, আপনার অসুখ, তাই ভাবলাম, একটু দেইখা যাই। আমরা বসুম না। আপনাকে দেইখাই চইলা যামু।’ ইদ্রিস মাষ্টারকে নিরস্ত করেন আজগর মাতবর।

গোলমালে তন্দ্রা কেটে গিয়েছে চুমকির। আজগর মাতবরকে দেখে চমকে যায় সে। ধড়মড় করে উঠে বাপের মাথার কাছে গিয়ে দাড়ায়, বাপের মাথায় হাত রেখে।

‘মাতবর সাব, আমি গেলে আমার মা মরা মাইয়াডারে কে দেখবো?’ হঠাৎ করে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন ইদ্রিস মাষ্টার।

আনতনয়না নিরাভরন মেয়েটির দিকে তাকিয়ে এক অসামান্য মায়া বোধ করেন আজগর মাতবর। হঠাৎ করে, এখানে আসার কারনটা তার মনে পড়ে যায়।

‘রটনাটা কি ঘটনা হতে পারেনা?’ নিজকেই প্রশ্ন করেন তিনি। তা হলে হয়তো তার বাউন্ডেলে ছেলেটাকে তিনি ঘরমুখী করতে পারবেন। তিনি কি মা মরা মেয়েটাকে চাইবেন ইদ্রিস মাষ্টারের কাছে? মেয়েটা কি রাজী হবে?

Sydney March 1-3, 2006